যুগান্তর

তারিখ 03 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

পাঠ্যপুস্তক সংকট কারণ খুঁজতে ১০ তদন্ত কমিটি

মুসতাক আহমদ

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের তীব্র সংকট চলছে। বাজারে গিয়ে বই পাচ্ছেন না অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা। ফলে শিক্ষাবর্ষের এক মাস পার হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো ক্লাস কার্যক্রমে অংশ নিতে পারছে না। বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, জানুয়ারি মাসেই যদি বইয়ের এ অবস্থা হয়, তবে মার্চ নাগাদ তা মহাসংকটে রূপ নেবে। তারা বলেছেন, যে অবস্থা চলছে তাতে আরও কমপক্ষে ৫০ লাখ কপি বইয়ের দরকার। নতুন বই ছাপার ব্যবস্থা করার জন্য বৃহস্পতিবার শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবকে প্রকাশক সমিতির নেতারা পত্রও দিয়েছেন বলে জানা যায়। তবে এনসিটিবির পক্ষ থেকে বই সংকটের ব্যাপারে

কমিটি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

কমিটি : কারণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠানের সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ফারুক আহমেদ জানান, বইয়ের কোন সংকট নেই। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে তিনি এই চিত্র পেয়েছেন। আর চেয়ারম্যান ড. মহিরউদ্দিন বলেছেন, জানুয়ারিতেই সংকট হওয়ার কথা নয়। যে সংখ্যক বই বাজারে যাওয়ার কথা, তা যায়নি। কাগজ লোপাটের ঘটনা ঘটেছে। সার্বিক বিষয় দশটি কমিটি তদন্ত করছে। প্রকাশক ও মুদ্রকরাও বই সংকট, সব বই বাজারে না যাওয়া এবং কালোবাজারে পাঠ্যবইয়ের কাগজ বিক্রির অভিযোগ স্বীকার করে বলেছেন, ফেব্রুয়ারির শেষ ও মার্চ মাস নাগাদ বইয়ের সংকট তীব্র হবে। কারণ ওই সময়ে সাধারণত গ্রামের শিক্ষার্থীরা বই কিনে থাকে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এনসিটিবি এবার সর্বমোট ২ কোটি ৪ লাখ ৩৫ হাজার বই ছাপার কার্যাদেশ দেয়, যা অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশি। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ুক আর সিডরে বই নষ্টের কারণে পুনঃপঠনের বই কমে যাক, কিছুতেই জানুয়ারি মাসে বইয়ের সংকট হতে পারে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুদ্রক ও বিপণন সমিতির একজন নেতা বলেছেন, সাধারণত জানুয়ারি মাসে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বই কেনে। ধান ও পাট বিক্রি করে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চে বই কেনে। তাছাড়া নবম শ্রেণীতে বিভাগ (বিজ্ঞান, মানবিক, বিজনেস স্টাডিজ) বাছাই করতে করতে আরও তিন মাস যাবে। সে হিসাবে এখনই বইয়ের সংকট কিছুতেই হতে পারে না। তবে এ সংকট চলতে থাকলে তা মহাসংকটে রূপ নেবে।

মুদ্রক ও বিপণন সমিতির সভাপতি তোফায়েল আহমেদ যুগান্তরকে জানান, বাজারে বইয়ের এ সংকটের ব্যাপারে ১৭ জানুয়ারি এনসিটিবি চেয়ারম্যানকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি টেলিফোন করেন। ২২ জানুয়ারি লিখিতভাবে এবং ২৭ জানুয়ারি দ্বিপাক্ষিক সভা করে সার্বিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। কোন উদ্যোগ না থাকায় ৩১ জানুয়ারি তারা শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবকে পত্র দিয়েছেন আরও ২৫ ভাগ নতুন বই ছাপানোর জন্য। এখন তারা জবাবের অপেক্ষায় আছেন।

প্রকাশকদের সূত্র জানিয়েছে, বই কার্যাদেশ দেয়ায় এবার এনসিটিবি ভুল করেছে। বরাবর লাইব্রেরির মালিকদের বই ছাপার কাজ দেয়া হলেও এবার তা করা হয়নি। তাছাড়া ছোটখাটো ভুলের কারণে আরও দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়া হয়। ফলে সর্বশেষ ১৫৩টি প্রতিষ্ঠানকে বইয়ের কার্যাদেশ দেয়া হয়। কিন্তু এদের মধ্যে ভুঁইফোঁড় অনেক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কাজ পায়। আর এনসিটিবি কর্ণফুলীর যে কাগজ দিয়েছে বই ছাপানোর জন্য তর্তুকি দেয়ায় তার দাম পড়েছে রিমপ্রতি ৮শ' টাকার মতো। আর বাজারে এ কাগজের বেজায় চাহিদা থাকায় তার দাম এখন প্রায় সাড়ে ১৪শ' টাকা। তাই দেখা যাচ্ছে, শুধু কাগজ বিক্রি করে দিলেই প্রায় ৪০ ভাগ লাভ পাওয়া যায়। আর কিছু লোভী প্রতিষ্ঠান তাই করেছে। কাগজ বিক্রি করে দেয়ার কারণে নিম্নমানের এবং নিউজপ্রিন্টে বই ছেপেছে। আবার কেউ কেউ সব বই ছাপেনি। সব মিলিয়ে একদিকে বাজারে বইয়ের সংকট দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে নিম্নমানের বইয়ে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে।

আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, বই ছাপার আদেশ দেয়ার পর এনসিটিবির ৩০টি কমিটি কাজ করেছে। কিন্তু অসাধু প্রকাশক ও মালিকরা কেউই টিমকে পরিদর্শন করতে দেয়নি। ফলে কি বই ছাপা হচ্ছে, আর কত ছাপা হয়েছে সে তথ্য এনসিটিবি তখন পায়নি। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে টিমগুলোর পক্ষ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এনসিটিবির কর্তারা আমলে নেননি।

এনসিটিবির সদস্য অধ্যাপক ফারুক আহমেদ বলেন, তিনি শনিবার রাজধানীর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, উদয়ন বিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলসহ কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করে দেখেছেন, ছাত্রছাত্রীরা বই কিনেছে। সুতরাং বইয়ের সংকটের কথা সত্য নয়।

নাম প্রকাশ না করে কয়েকজন প্রকাশক বলেছেন, আসলে বই নিয়ে প্রতি বছর ৪০-৫০ কোটি টাকার কাজ হয়। এ কাজ নিয়েই সরকার এবং শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের জিম্মি করার অশুভ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় অসাধুরা। এবার সে রকম কোন ঘটনা ঘটতে পারে।

তবে রাজধানীর নীলক্ষেত বাজারে দেখা গেছে, নিম্নমানের এবং নিউজপ্রিন্ট কাগজে আবার পুরানীবিহীন (কভারের পরের পাতলা কাগজ) বইয়ের ছড়াছড়ি। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, হয়তো এ পুরানীর কাগজও বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।

এবার বেশিসংখ্যক বইয়ের কাজ পেয়েছে বাংলাবাজারের হাসান বুকডিপো। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হাসান স্বপন বৃহস্পতিবার রাতে যুগান্তরকে জানান, বইয়ের কিছুটা সংকট আছে। তবে সব বই না ছাপানোর অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, মাধ্যমিকের বেশির ভাগ বই পুনঃপঠিত হয়। এবার সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর অবস্থা খারাপ। তাছাড়া বই সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন এনজিও এবং প্রতিষ্ঠান এত সংখ্যক বই কিনেছে যে, বইয়ের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এনসিটিবির উচিত ছিল বেশি বই ছাপানো। এটা না করায়ই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। আরও ২৫ ভাগ বই ছাপানো দরকার বলে তিনি মনে করেন।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. মহিরউদ্দিন বলেছেন, কাগজ চুরি হয়েছে। সব বই বাজারে যায়নি। যে কারণে বইয়ের এ সংকট দেখা দিয়েছে। তাদের ১০টি টিম তদন্ত করছে। প্রকাশক, মালিক, মুদ্রকসহ ভেন্ডর পর্যায়ে সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। রোববার তদন্ত কমিটির সমন্বয় সভা হবে। সোমবার সংশ্লিষ্ট প্রকাশকদের নিয়ে হবে আরেকটি সভা। তিনি বলেন, চুরি আর শর্ত লংঘনের ঘটনার প্রমাণ পেলে কঠোর অ্যাকশন নেয়া হবে। এ ব্যাপারে তারা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছেও যাবেন। তবে বইয়ের সংকট নিরসনে এই মুহূর্তে কি করবেন তার কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, পাঁচ ক্যাটাগরির প্রাথমিক স্কুলে বিনামূল্যের বই না দেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। শিগগিরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী বই পাবে।

এদিকে পৃথক বিবৃতিতে ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, জাসদ ছাত্রলীগ (ম-ত) এবং ছাত্র মৈত্রী বই সংকট নিরসনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এতে তারা বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই কিনতে গিয়ে তারা বই পাননি। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। সংগঠনগুলো সংকট সৃষ্টিকারী সিন্ডিকেটকে চিহ্নিত করে শাস্তি দাবি করেছে।